Kolkata's CNG pain to ease in 2 months: Min

Krishnendu Bandyopadhyay / Jul 23, 2024, 04:35 IST

Kolkata: The CNG supply to Kolkata is expected to ease within two months, according to transport minister Snehasis Chakraborty. The govt has reportedly made significant progress in laying a 250m CNG pipeline in Galsi, which will facilitate an uninterrupted supply to Kalyani. From there, Bengal Gas Company Ltd (BGCL) will be able to supply 51 tonnes of gas to Kolkata daily.

"We have managed to register a breakthrough in laying the CNG pipeline at Galsi.

We expect to have the supply to Kalyani in two months. BGCL officials told us that it will facilitate them to supply 51 tonnes of CNG to the city daily," Chakraborty told TOI.

Currently, BGCL manages to supply only 16 tonnes of CNG to the city using caskets on trucks, which leaves a significant gap between demand and supply. Kolkata's CNG demand now stands at 51 tonnes. By the end of this year, the CNG supply through the pipeline can be expected, according to a senior state official.

Meanwhile, Chakraborty on Monday met representatives from app-cab aggregators such as Uber, Ola, InDrive and Rapido, along with operator unions who requested the govt to establish fixed fares for the benefit of both the riders as well the operators.

However, the transport department clarified to the operators that the app-cab mechanism cannot be altered and that it cannot interfere in their system. "They provide a system which is extremely useful to riders. It is driven by market mechanisms," the department stated.

Despite this, the transport minister urged the app cab aggregators to be more judicious in blocking the registration of driver partners. The meeting reflects the govt's effort to balance market-driven services with regulatory oversight to protect the interests of both consumers and operators.

সংবাদ প্রতিদিন

Print Date 23 Jul, 2024

আশা পরিবহণমন্ত্রীর

তিন মাসের মধ্যেই 'সিএনজি' সমাধান

স্টাফ রিপোর্টার: দু'তিন মাসের মধ্যে শহরে সিএনজি-র সমস্যা মিটবে। সোমবার অ্যাপ ক্যাব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে একথা জানান রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। গলসিতে জমি জটের কারণে পাইপলাইনের মাধ্যমে সিএনজি আনার কাজ আটকে ছিল। সেই জট কেটেছে বলে জানান মন্ত্রী। বলেন, ''একটা ২৫০-৩০০ মিটারের মতো ছোট জায়গায় জমি সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। আলোচনার মাধ্যমে গলসির জট কেটেছে। সেখানে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য জায়গায় পাইপলাইন পাতা হয়ে গিয়েছে। দু'তিন মাসের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে।'' তিনি জানান, কলকাতায় ৫১ টন সিএনজি-র প্রয়োজন। এতদিন সেখানে বেঙ্গল গ্যাস সার্ভিস ১৬ টন সাপ্লাই দিচ্ছিল। ফলে সমস্যা হচ্ছিল।

সূত্রের খবর, পাইপলাইন দিয়ে সিএনজি দুর্গাপুর থেকে কল্যাণীতে আনার কাজ প্রায় শেষের পথে। বর্ধমান জেলা থেকে হুগলিতে প্রবেশের সময় পাইপ লাগানোর কাজ জমি জটের কারণে আটকে ছিল। তা কেটেছে। কল্যাণী থেকে বর্ধমান জেলার সীমান্ত পর্যন্ত পাইপলাইনের কাজ হয়ে গিয়েছে। আবার দুর্গাপুর থেকে বর্ধমান হুগলি সীমান্ত পর্যন্তও পাইপলাইনের কাজ হয়ে গিয়েছে। ফলে গলসির জমিজট কেটে যাওয়ায় সিএনজি জোগান নিয়ে ভবিষ্যতে খুব একটা সমস্যা থাকবে না।

চাহিদা আকাশছোঁয়া, কিন্তু জোগান এখনও সীমিত। যার জেরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিএনজি (কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) চালিত গাড়ি কিনেও বিপাকে পড়ছেন গাড়ির মালিক ও চালকরা। শহর কলকাতায় এই মুহূর্তে মাত্র ১০টি সিএনজি পাম্প আছে, যার মধ্যে ৩টি রাজারহাট নিউ টাউনে পড়ে। ওই তিনটির মধ্যে অ্যাকশন এরিয়া-৩-এ ইন্ডিয়ান অয়েলের পাম্পে দিনের বেশিরভাগ সময়ে গ্যাস পাওয়া গেলেও বাকি দু'টিতে সরবরাহ অনিয়মিত।

এদিন বিভিন্ন অ্যাপ ক্যাব সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন পরিবহণমন্ত্রী। ক্যাবচালকদের দাবি-দাওয়ার কথা শোনেন। সংগঠনের চালকদের দাবি, নানা অজুহাতে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলো তাঁদের আইডি ব্লক করে দিচ্ছে। ফলে চালকরা গাড়ির বুকিং পাচ্ছেন না। বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। পাশাপাশি চালকরা ভাড়া নির্ধারিত করে দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এছাড়া যাত্রীদের সুবিধায় প্রত্যেক অ্যাপ ক্যাব সংস্থাকে শহরে কল সেন্টার এবং অফিস খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী এসব কথা শুনেই আরও বেশি করে যাত্রীদের যাত্রীসাথী অ্যাপ ব্যবহার করার কথা বলেন। এদিনের বৈঠকে অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ড, সিটুর এআইটিইউসি-র ক্যাবের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা ভাড়া নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কথা বলেছি। মন্ত্রী বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।'' এআইটিইউসি-র তরফে নাওয়ালকিশোর শ্রীবাস্তব বলেন, ''যেমন খুশি চালকদের আইডি বাতিল করে দিচ্ছে সংস্থাগুলো। আমরা বিষয়টি দেখার আবেদন জানাচ্ছি।'' একই দাবি জানিয়েছেন সিটু-র অ্যাপ ক্যাবের সংগঠনের প্রতিনিধি মহম্মদ মনু।

শহরে সিএনজি আগামী দু'মাসেই, বৈঠক শেষে আশ্বাস মন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা

আগামী দু'মাসের মধ্যে কলকাতায় কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি)-এর জোগানের সমস্যা মিটে যাওয়ার আশ্বাস দিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সোমবার পরিবহণ দফতরের ময়দান তাঁবুতে অ্যাপ-ক্যাব এবং বাইক ট্যাক্সি সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী। পরে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, কলকাতায় সরকারি, বেসরকারি বাস এবং গাড়ির প্রয়োজন মেটাতে দৈনিক ৫১ টন পর্যন্ত সিএনজি সরবরাহের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে বর্তমানে সড়কপথে দুর্গাপুর থেকে দৈনিক মাত্র ১৬ টন গ্যাস আনা সম্ভব হয়। দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুর থেকে পাইপলাইন তৈরির কাজ চললেও গলসীর কাছে বাবলাতলায় কয়েকশো মিটার এলাকায় জমির সমস্যার কারণে ওই কাজ বহু দিন থমকে ছিল। সম্প্রতি সেই জট কেটেছে। গ্যাসের সরবরাহকারী সংস্থা আগামী দু'মাসের মধ্যে পাইপলাইনে কলকাতা পর্যন্ত সিএনজি পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। এই সরবরাহ চালু হলে পাম্পগুলিতে গ্যাসের জন্য অপেক্ষা অনেকটাই কমে আসবে বলে খবর।

এ দিনের বৈঠকে অ্যাপ-ক্যাবে অবস্থান নির্ণায়ক যন্ত্র (ভিএলটিডি) বসানোর ব্যবস্থা কার্যকরী অবস্থায় পড়ে থাকা নিয়ে অভিযোগ জানায় 'অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ড' এবং এআইটিইউসি-র অ্যাপ-ক্যাব সংগঠন। 'অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ড'-এর সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এই যন্ত্রের জন্য বছরে তিন হাজার টাকা করে গুনতে হচ্ছে। অথচ, সেটি কারও কাজে আসছে না। সিটু এবং এআইটিইউসি-র অ্যাপ-ক্যাব সংগঠন অভিযোগ করে, ছোটখাটো অভিযোগে চালকদের আইডি ব্লক করে ক্যাব সংস্থাগুলি তাঁদের ভাড়া পাওয়া থেকে বঞ্চিত করছে। সিটুর সংগঠনের নেতা ইন্দ্রজিৎ ঘোষ এই সমস্যা নিয়ে সরব হন।

বৈঠকে অ্যাপ-ক্যাব সংস্থাগুলির ভাড়ায় ভারসাম্য আনার দাবিও ওঠে। এআইটিইউসি অনুমোদিত অনলাইন ক্যাবচালক সংগঠনের নেতা নওলকিশোর শ্রীবাস্তব বলেন, "বিভিন্ন সমস্যা মিটিয়ে সরকারি অ্যাপ যাত্রী সাথী-র গুরুত্ব বাড়ানো দরকার।"

'কলকাতা সাবার্বান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়ন'-এর নেতা শান্তি ঘোষ এবং দেবু সাউ জানান, তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যত দ্রুত সম্ভব বাইক ট্যাক্সিকে যাত্রী সাথী অ্যাপের আওতায় আনা হোক। এ ছাড়াও ওই সংগঠনের দাবি মেনে শিলিগুড়ি এবং আসানসোলে ভাড়ায় বাইক পরিষেবা চালু করতে চলেছে পরিবহণ দফতর। এই ব্যবস্থায় টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাইক ভাড়া নিয়ে সফর করতে পারবেন যাত্রীরা। সফর শেষে বাইক ফিরিয়ে দিতে হবে।

THE TIMES OF INDIA

Kolkata: Extended tax holiday for CNG, electric vehicles

TNN | Jul 2, 2024, 12.45 PM IST

KOLKATA: The state transport department has announced an extension of tax holiday for two-wheeler and four-wheeler electric vehicles (EVs) and all categories of CNG vehicles until March 31, 2025. The announcement, made by transport secretary Saumitra Mohan, includes a one-time exemption from registration fees, tax, and additional tax.

The notification emphasized that this tax exemption aims to significantly encourage the use of clean-fuel vehicles. The extended exemption is effective from April 1, 2024. The announcement was delayed due to the election model code of conduct.

The earlier exemption period, from April 1, 2022, to March 31, 2024, offered complete exemption from registration fees and financial incentives to boost the use of cleaner fuel in automobiles, which contribute to over 30% of the city's ambient air pollution. The new notification states that vehicles registered from April 1, 2022, until the issuance of this notification, can get an extension of tax validity for the days covered within the exemption period. However, adjustment or refund of registration fees already paid is not allowed.

CNG is cleaner compared to petrol and diesel, reducing carbon monoxide emissions by approximately 80% and hydrocarbons by 44%. Electric vehicles, on the other hand, emit no pollutant and generate no noise.

Gas pipeline for East delayed

New Delhi: The construction of the ₹12,940-crore 'Urja Ganga' gas pipeline, India's most ambitious project taking environment-friendly fuel to eastern parts of the country, has been delayed by nine months and will now be completed by March 2025, state-owned GAIL (India) Ltd said.

The 3,306-kilometre Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra pipeline was originally targeted for completion by June 2024.

But due to "delay in right of use (RoU) availability", the completion schedule has been revised "from June 2024 to March 2025", GAIL said in a stock exchange filing.

The bulk of the pipeline has already been constructed, and gas has started to flow in most cities along the route.

GAIL CALL

- Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra pipeline delayed
- Originally scheduled for June 2024
- Deadline extended to March 2025
- Delay in 'right of use' permission

Traditionally, natural gas was available for use as fuel to generate electricity, make fertiliser or turn into CNG and cooking gas only in the western and northern parts of the country, as pipelines taking the fuel from source to users were limited to these parts.

In October 2016, work on laying a pipeline from Jagdishpur in Uttar Pradesh to Haldia in Bengal, Bokaro in Jharkhand and Dhamra in Odisha began.

The line was extended to Guwahati in Assam from Barauni in Bihar, a length of 726 km, to take the fuel to hereto-unconnected states in the eastern region.

The Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL), popularly called the Pradhan Mantri Urja Ganga pipeline, is to supply gas to the eastern states of Bihar, Jharkhand, Odisha and Bengal.

GAIL, the firm executing the pipeline, said its board of directors in a meeting on June 28 approved the revision of the completion schedule.

The completion schedule for the 240-km Dhamra-Haldia pipeline has also been revised from June 2024 to March 2025, it added.

The company on May 10, 2019, stated that it has completed awards of all major contracts worth ₹10,500 crore for pipeline supply and laying of the integrated 3400-km Jagdishpur-Haldia and Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) and Barauni-Guwahati Pipeline (BGPL) pipeline.

The government provided 40 per cent viability gap funding amounting to ₹5,176 crore for execution of JHBDPL.

For the Barauni-Guwahati pipeline, a 60 per cent viability gap funding, amounting to ₹5,559 crore, has been provided by the government. PTI

রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেয় পড়ে ছটফট

...দিন আমি নিজের চোখে নীলকান্তকে পালাতে দেখেছিলাম।'

৮ মাসেই শহরে মিলবে পাইপ গ্যাস

কৌশিক প্রধান

আগামী এপ্রিলের মধ্যে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় পাইপে প্রাকৃতিক গ্যাস আসতে চলেছে। দুর্গাপুর থেকে নদিয়ার গয়েশপুর, গেইলের পাইপলাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষ। পূর্ব বর্ধমানের গলসির একটি গ্রামের বাসিন্দাদের বাধায় আটকে ২৫০ মিটার পাইপলাইন দ্রুত বসানো হবে বলে আশাবাদী বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি। গেইল ও রাজ্য সরকারের গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশনের এই যৌথ সংস্থাটি কলকাতা ও আশেপাশে পাইপে রান্নাঘর ও কলকারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস বা পিএনজি এবং গাড়ির জ্বালানি সিএনজি সরবরাহের দায়িত্বে।

বেঙ্গল গ্যাসের সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গলসির বাবলা গ্রামে সরকারি জমিতে জবরদখলকারীদের বাধায় ২৫০ মিটার পাইপলাইন বসানো যাচ্ছে না। জেলা প্রশাসন উদ্যোগী। আশা করছি দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের লক্ষ্য, এপ্রিলের মধ্যে কলকাতায় পাইপে গ্যাস নিয়ে আসা।' আজ বুধবার বিষয়টি নিয়ে নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে গেইলের চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর (প্রোজেক্টস) বৈঠক করবেন।

আশাবাদী বেঙ্গল গ্যাস

নদিয়ার গয়েশপুর পর্যন্ত গেইলের পাইপলাইন আসবে। তার পর কলকাতা পর্যন্ত পাইপ বসিয়ে গ্যাস আনবে বেঙ্গল গ্যাস। গয়েশপুর থেকে কল্যাণী, পাইপলাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষ, জানিয়েছেন অনুপম। কল্যাণীতে মাদার স্টেশনের নির্মাণ কাজও প্রায় শেষ। তবে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে ২৭ কিলোমিটার পাইপলাইন বসানোর কাজ বাকি। ব্যারাকপুর থেকে বারাসত হেলা বটতলা পর্যন্ত পাইপলাইন বসলেও, তারপর ভিআইপি রোডের হলদিরাম পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার পাইপ বসাতে পূর্ত দপ্তরের অনুমোদন এখনও আসেনি। সেক্টর ফাইভের উইপ্রো থেকে চিংড়িঘাটা পর্যন্ত পাইপও এখনও বসেনি।

৪২ কিলোমিটার পাইপ পাতা বাকি। এপ্রিলের মধ্যে কলকাতায় পাইপ-গ্যাস আসবে কী ভাবে? অনুপমের জবাব, 'পারমিশন পেতে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, পূর্ত দপ্তর ও বিধাননগর পুরসভার সঙ্গে আলোচনা চলছে। দ্রুত অনুমোদন পেলে পাইপলাইন বসাতে ৪-৫ মাস লাগবে।'

বেঙ্গল গ্যাসের পাইপলাইন গয়েশপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত বসবে। পাইপলাইন বসলেই কলকাতাবাসী পিএনজি পাবে, এমন নয়। নিউ টাউন বাদে কলকাতার অন্যত্র পাইপলাইন নেটওয়ার্কের কাজ এখনও শেষ হয়নি। এখন পানাগড় থেকে ট্যাঙ্কারে গ্যাস এনে নিউ টাউনের রোজ়ডেল ও ইউনিওয়ার্ল্ড এবং আনন্দপুরের আরবানা হাউজ়িং কমপ্লেক্সের রান্নাঘরে সরবরাহ করছে বেঙ্গল গ্যাস।

কলকাতা পর্যন্ত পাইপলাইন এলে সিএনজি স্টেশনগুলিতে গ্যাসের সরবরাহ বাড়বে বলে জানিয়েছেন অনুপম। এখন পানাগড় থেকে ট্যাঙ্কারে কলকাতায় গ্যাস এনে ২৫টি সিএনজি স্টেশনে সরবরাহ করছে সংস্থা। অনুপম বলেন, 'রোজ ১৬-১৭ টন সরবরাহ করছি, চাহিদা ৩০-৪০ টন। পাইপলাইন চালু হলে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে পারব।'

আগামী এপ্রিলের মধ্যে কলকাতা ও তার আশেপাশে আরও ২০টি সিএনজি স্টেশন বসানোর পরিকল্পনা করেছে বেঙ্গল গ্যাস।

C M Y K